July 21, 2021

The Manager Corporate Relationship Department **BSE Limited** 1st Floor, New Trading Wing, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001	The Manager Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051	The Secretary **The Calcutta Stock Exchange Limited** 7, Lyons Range, Kolkata - 700001
BSE Security Code: 500043	**NSE Symbol: BATAINDIA**	**CSE Scrip Code: 10000003**

Dear Sir/Madam,

Subject: Submission of Newspaper publications

Further to our letter dated July 19, 2021, we hereby submit copies of the newspaper advertisement, published in "Mint" (English) (All Editions) and "Ekdin" (Bengali) (Kolkata Edition) on July 20, 2021, regarding Book Closure Period and despatch of Notice convening the 88th Annual General Meeting (including details pertaining to e-Voting) and Annual Report for the financial year ended March 31, 2021, to the Members of Bata India Limited.

The aforesaid information shall also be made available on the website of the Company, *viz., www.bata.in*

We request you to take the same on record.

Yours faithfully,
For BATA INDIA LIMITED

NBagaria

NITIN BAGARIA
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

লোকালয়ে বেড়েছে ময়ূরের আনাগোনা, চোরাশিকারিদের উৎপাত নাকি খাবারের অভাব ?

চিন্তায় পরিবেশ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড় গ্রাম এবং তার আশেপাশের এলাকায় কয়েকদিন ধরেই একাধিক ময়ূরকে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে। কখনো বাড়ির ছাদে আবার কখনো জঙ্গলে। এভাবে এলাকায় ময়ূর আসাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবেশ কর্মীদের আশঙ্কা হয় চোরাশিকারি কিংবা খাবারের অভাবেই এভাবে ময়ূর লকালয়ে এসে পড়ছে। বনবিভাগের কথায় ময়ূরের প্রজনন বেশি হয়েছে তাই এভাবে দেখা যাচ্ছে ময়ূরকে। পানাগড় গ্রামে মাঝে মাঝেই দেখা মিলছে ময়ূরের। তবে এটি ময়ূরের একটি পায়ে আঘাত থাকার জন্য হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে এমনটাই জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

সোমবারও দেখা যায় ময়ূরটি। কয়েকদিন আগে সাহেবপাড়া আদিবাসী গ্রামে একটি ময়ূরকে দেখা গিয়েছিল। অনেকেই মনে করছেন দেউল পার্কে ময়ূর রয়েছে হয়তো সেখান থেকেই চলে আসছে। আবার অনেকেই মনে করছেন আউশগ্রাম এলাকায় রয়েছে গভীর জঙ্গল সেখানে ময়ূরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারনেই হয়তো লোকালয়ে চলে আসছে ময়ূর খাবারের খোঁজে। পানাগড় গ্রামের বাসিন্দা তথা পরিবেশ কর্মী প্রকাশ দাস বলেন, 'এভাবে তিনি কোনওদিন লোকালয়ে ময়ূর ঘুরতে দেখেননি। কয়েকদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে এদের লোকালয়ে। এই পরিবেশ কর্মীর মতে ময়ূর নিশ্চিতভাবে সংখ্যায় বেড়েছে আর সেটা খুব খুশির খবর। কিন্তু ঘন জঙ্গল ছেড়ে এভাবে লোকালয়ে আসার পিছনে হয় খাবারের অভাব কিংবা চোরাশিকারিদের উৎপাতে এরা লোকালয়ের ভিতরে চলে আসছে। বিষয়টাকে বনবিভাগের গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।' লোকালয়ে ময়ূরদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে এই প্রথম। এইসব ময়ূর আসছে কোথা থেকে? এরাও কি তবে বিপন্ন? লোকালয়ের দিকে এলে মানুষের হাতে এদের মৃত্যু ঘটবে না তো? প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। পানাগড় বন বিভাগের রেঞ্জার সুভাষ চন্দ্র পাল বলেন, 'সোমবার বনদপ্তরের কর্মীরা গিয়েছিল কিন্তু ময়ূর উড়ে যাওয়ায় তারা ধরতে পারেনি। এই আধিকারিক বলেন, সংখ্যায় বেড়েছে এবং সম্ভবত পুরুলিয়া থেকে উড়ে উড়ে চলে আসছে এই ময়ূরগুলো।'

বাঁকুড়ার অনাথ চার ভাই বোনের দায়িত্ব নিল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যখন তার হাতে তুলে নেওয়ার কথা বই, খাতা, পেনসিল। ঠিক তখন তার জায়গায় অপটু হাতে মায়ের মায়া, মমতা আর স্নেহ দিয়ে তিন ভাই-বোনকে আগলে রেখেছে। আগলে রেখেছে বললে বোধহয় ভুল হবে সে নিজের মতো করে 'বড়' করছে। এতক্ষণ যার গল্প, না গল্প হলেও সত্যি কথা বলে গেলাম সে হল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাঁটির বিশিণ্ডা গ্রামের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরতা কল্যাণী। পেশায় দিন মজুর বাবা নন্দ বাউড়ি দু'বছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন। মা-ও এক বছর আগে পৃথিবীর মায়া ছেড়েছেন। ফলে বাকি তিন ভাই বোনের উদরপূর্তির ভার এসে পড়ে ছোট্ট কল্যাণীর ওপর। তাই সকাল হলেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হয় কাজের সন্ধানে। আর এই খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাইরাল' হতেই রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেত্রী সায়নী ঘোষের নির্দেশে ওই সংগঠনের গঙ্গাজলঘাঁটি ব্লক যুব সভাপতি তারাশঙ্কর মণ্ডল 'অনাথ' ওই ভাই বোনেদের পাশে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করে। রবিবার বিকেলেই তাদের সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রী, পোশাক তুলে দেন। একই সঙ্গে তারাশঙ্কর বাবু ওই শিশুদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড সহ অন্যান্য কাগজপত্র তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

বরানগর টবিন রোড শাখা
৪৮, ময়রা ডাঙ্গা রোড, থানা- বরানগর, কলকাতা - ৭০০ ০৩৬

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল-৮(১) অধীনে

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), বরানগর টবিন রোড শাখা-র অনুমোদিত আধিকারিক** হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৬.০৬.২০১৭ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক **ঋণগ্রহীতা নিমাই চন্দ্র দাস,** পিতা গোপাল চন্দ্র দাস -কে আহ্বান জানিয়ে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক **৪,৮১,৫৭৯.০০ টাকা** (চার লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশো উনআশি টাকা মাত্র) **১৬.০৬.২০১৭** তারিখ অনুযায়ী, পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **১৪ জুলাই, ২০২১** তারিখে উক্ত রুলস -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৪,৮১,৫৭৯.০০ টাকা** (চার লক্ষ একাশি হাজার পাঁচশো উনআশি টাকা মাত্র) **১৬.০৬.২০১৭** তারিখ অনুযায়ী, সহ ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ধার্য সাপেক্ষ হবে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার টাইটেল ডিড নং ৪০৫১ সাল ১৯৯৩, অবস্থিত মৌজা- বনমালিপুর, জে.এল নং ১৫, খতিয়ান নং ৩৩৮, দাগ নং ৩৯০, সাব-রেজিস্টার অফিস, জনাই, থানা- চণ্ডীতলা, জেলা- হুগলী, জমির পরিমাপ ০২ শতক তৎসহ আবাসিক বিল্ডিং **যা আছে শ্রী নিমাই চন্দ্র দাস -এর নামে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তরে- পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণে- বিজয় কোলে -এর সম্পত্তি, পূর্বে- সাধন কোলে -এর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ধনজয় কোলে -এর সম্পত্তি।

তারিখ : ১৪.০৭.২০২১ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কলকাতা — ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বৰ্ধমান জোনাল অফিস (ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India — Relationship beyond banking)
হোল্ডিং নং ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, সেক্টর-২এ, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২, ফোন নং ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩। ইমেল: bardhaman.assetrecovery@bankofidia.co.in
দ্য সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত মামলাগুলিতে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত ঋণ/সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণগুলি নন পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ -এর ১৩(২) ধারায় এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল তাঁদের সর্বশেষ ঠিকানায়, কিন্তু সেগুলি গৃহীত না হয়ে ফিরে আসে এবং এই হিসাবে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণকে এই পাবলিক নোটিসের মাধ্যমে অবহিত করা হচ্ছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

আঞ্চলিক অফিস, কলকাতা — ১
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক-জিডি, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬, ফোন (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮
শাখা : ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গড়িয়াহাট-২ (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল-৮(১) অধীনে]

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে, **১৭.১২.২০২০ তারিখে** একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারিপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী সবিতা বারুই এবং শ্রী মদন কুমার বারুই, ঠিকানা- ৪র্থ তল, কেএমসি প্রেমিসেস নম্বর ১৪৬, কালিকাপুর, পোস্ট-কালিকাপুর, থানা- পূর্ব যাদবপুর (বর্তমানে সার্ভে পার্ক), কলকাতা-৭০০০৯৯** -কে আহ্বান জানিয়ে, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক **৩০৬৫৭৪৮.০০ (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)** পরিশোধ করতে বলেন উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, **১৫ জুলাই, ২০২১** তারিখে উক্ত রুলস -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **৩০৬৫৭৪৮.০০ (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র)** এবং তদুপরি সুদ ...

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন-৩৩ (২) দেখুন]
রিকভারি অফিসার-১/২ -এর অফিস
ডেটস্ রিকভারী ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি ৩)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১।
দাবি বিজ্ঞপ্তি

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিঃ অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: + ৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স: + ৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল: share.dept@bata.com ওয়েবসাইট: www.bata.in

৮৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং ও বই বন্ধ সম্পর্কিত তথ্য

এতদ্দ্বারা বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর (দ্য "কোম্পানি") সদস্যদের **বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া হচ্ছে যে, **৮৮তম (অষ্টআশি) বার্ষিক সাধারণ সভা** (দ্য "এজিএম" বা দ্য "মিটিং") **১২ অগস্ট, ২০২১ তারিখ বৃহস্পতিবার দুপুর ১.৩০টায় (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং ("ভিসি") বা অন্যান্য অডিও ভিসুয়াল মিনস ("ওএভিএম")-এর মাধ্যমে সভা আহ্বানকারী নোটিস (দ্য "নোটিস") -এ বিধৃত কার্যাদি নিষ্পন্নের জন্য অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমানে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রেক্ষিতে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (দ্য "এমসিএ") দ্রষ্টব্য তাদের জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০ নং ২০/২০২০ এবং নং ০২/২০২১ তারিখ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০; ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০ এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ (এখানে অতঃপর যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলারস") যা সেবি সার্কুলার নং যথাক্রমে এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ১/সিআইআর/পি/২০২০/৭৯ এবং এসইবিআই/এইচও/সিএফডি/সিএমডি ২/সিআইআর/পি/২০২১/১১ তারিখ ১২ মে, ২০২০ এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ (এখানে অতঃপর যৌথভাবে "এসইবিআই সার্কুলারস") -এর সঙ্গে পঠিত, কোম্পানিগুলিকে ভিসি বা ওএভিএম-এর মাধ্যমে তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের (সংশোধিতমতো) (দ্য "অ্যাক্ট") সার্কুলারগুলি ও প্রাসঙ্গিক বিধানাবলি এবং তদধীন গঠিত রুলস ও সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিতমতো) (দ্য "লিস্টিং রেগুলেশনস")-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে।

উক্ত সার্কুলারগুলি অনুসারে ৩১ মার্চ, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ -সহ বার্ষিক প্রতিবেদন সংবলিত এজিএম আহ্বানকারী নোটিস কেবল ই-মেল -এর মাধ্যমে শুধু সেইসব সদস্যকে পাঠানো হয়েছে যাঁদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানিতে অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (দ্য "আরটিএ") অর্থাৎ মেসার্স আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বা ডিপজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে রেজিস্ট্রি করা আছে এবং ৯ জুলাই, ২০২১ তারিখমতো কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারধারী। নোটিস ও বার্ষিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট যথা www.bata.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে যেখানে ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে যথা : www.nseindia.com, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com -তে। নোটিস আরও পাওয়া যাবে ই-ভোটিং -এর সুবিধা প্রদানকারী হিসাবে নিযুক্ত অর্থাৎ ...

ই-অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলী এবং সম্পত্তির অন্যান্য বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট http://www.eauctions.co.in-এ আপলোড করা হয়েছে।
ই-অকশন এজেন্সির (লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড) যোগাযোগের ব্যক্তির নামঃ মিঃ দীক্ষিত প্রজাপতি, ই-মেল আইডিঃ admin@eauctions.co.in মোবাইল নং- +৯১ ৭৮৭৪১৩৮২৩৭,
লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তির নামঃ মিস মালিনী সরকার, ই-মেল আইডিঃ liquidation.visadrugs21@gmail.com টেলি নং- মোবাইল ইন-+ ৯১ ৯১২৩৯০৬৪১০

উদয় নারায়ণ মিত্র, লিকুইডেটর
তারিখ-২০-০৭-২০২১ — IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00793/2017-18/11360
স্থান-কলকাতা — রেজিস্টার্ড ঠিকানা- ৭২/১ দাওনগাজি রোড, বালি, হাওড়া-৭১১২০১

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK — **পরিশিষ্ট-IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)**

HSIL
এইচএসআইএল লিমিটেড
CIN : L51433WB1960PLC024539
বিজ্ঞপ্তি
(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের মনোযোগের জন্য)

KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
দ্য করুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ, দক্ষিণেশ্বর শাখা
৯ এসি সরকার রোড, আদ্যাপীঠের নিকটে, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৭৬
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

China behind Microsoft hack: US

Four Chinese nationals, including three intelligence officers, were also indicted over a separate hacking activity

Dustin Volz
feedback@livemint.com
WASHINGTON

The Exchange Server hack was disclosed by Microsoft in March. AP

The Biden administration Monday publicly blamed hackers affiliated with China's main intelligence service for a far-reaching cyberattack on Microsoft Corp. email software this year, senior administration officials said, part of a global effort to condemn Beijing's malicious cyber activities. In addition, four Chinese nationals, including three intelligence officers, were indicted over separate hacking activity.

The US government has "high confidence" that hackers tied to the Ministry of State Security, or MSS, carried out the unusually indiscriminate hack of Microsoft Exchange Server software that emerged in March, senior officials said.

"The United States and countries around the world are holding the People's Republic of China (PRC) accountable for its pattern of irresponsible, disruptive, and destabilizing behavior in cyberspace, which poses a major threat to our economic and national security," secretary of state Antony Blinken said. The MSS, he added, had "fostered an ecosystem of criminal contract hackers who carry out both state-sponsored activities and cybercrime for their own financial gain."

The UK and European Union joined in the attribution of the hacking activity, which rendered an estimated hundreds of thousands of mostly small businesses and organizations vulnerable to cyber intrusion.

The US-led announcement is the most significant action from the Biden administration to date concerning China's yearslong campaign of cyberattacks against the US government and American companies, often involving routine nation-state espionage and the theft of valuable intellectual property such as naval technology and coronavirus-vaccine data.

The Justice Department made public Monday a grand jury indictment from May that charged four Chinese nationals and residents working with the MSS of being engaged in a hacking campaign from 2011 to 2018 intended to benefit China's companies and commercial sectors by stealing intellectual property and business information. The indictment didn't appear directly related to the Microsoft Exchange Server breach, but accused the hackers of stealing information from companies and universities about Ebola virus research and other topics to benefit the Chinese government and Chinese companies.

THE WALL STREET JOURNAL.

Attributing the Microsoft hack to China will be part of a broader global censure of Beijing's cyberattacks by the US, the European Union, the UK, Canada, Australia, New Zealand, Japan and the North Atlantic Treaty Organization, or Nato. They will accuse the MSS of using criminal contractors to "conduct unsanctioned cyber operations globally, including for their own personal profit," such as cyber-enabled extortion and theft, the official said.

US authorities have accused China of widespread hacking targeting American businesses and government agencies for years. China has historically denied the allegations. A spokesman for the Chinese Embassy in Washington didn't immediately respond to a request for comment.

The Exchange Server hack was disclosed by Microsoft in March alongside a software patch to fix the bugs being exploited in the attack. Microsoft at the time identified the culprits as a Chinese cyber-espionage group with state ties that it refers to as Hafnium, an assessment that was supported by other cybersecurity researchers. The Biden administration hadn't offered attribution until now, and is essentially agreeing with the conclusions of the private sector and providing a more detailed identification. The attack on the Exchange Server systems began slowly and stealthily in early January by hackers who in the past had targeted infectious-disease researchers, law firms and universities, according to cybersecurity officials and analysts. But the operational tempo appeared to intensify as other China-linked hacking groups became involved, infecting thousands of servers as Microsoft worked to send its customers a software patch in early March.

Also on Monday, the National Security Agency, Federal Bureau of Investigation and Cybersecurity and Infrastructure Security Agency jointly published technical details of more than 50 tactics and techniques favoured by hackers linked to the Chinese government, the official said. The release of such lists is common when the US exposes or highlights malicious hacking campaigns and is intended to help businesses and critical infrastructure operators better protect their computer systems.

Cybersecurity experts have been pressing the Biden administration for months to respond to China's alleged involvement in the Microsoft email hack. Cybersecurity expert Dmitri Alperovitch, with the Silverado Policy Accelerator think tank, said the coordinated global condemnation of China was a welcome and overdue development. "The Microsoft Exchange hacks by MSS contractors is the most reckless cyber operation we have yet seen from the Chinese actors—much more dangerous than the Russian SolarWinds hacks," said Mr. Alperovitch, referring to the widespread cyber-espionage campaign detected last December that, along with other alleged activities, prompted a suite of punitive measures against Moscow.

Mr. Alperovitch criticized the lack of any sanctions being levied against China and said it raised questions about why Beijing appeared to be evading harsher penalties, especially compared with those slapped on Russia. "Failure to sanction any PRC-affiliated actors has been one of the most prolific and baffling failures of our China policy that has transcended administrations," he said, referring to the People's Republic of China. Monday's public shaming without further punishment "looks like a double standard compared with actions against Russian actors. We treat China with kid gloves."

The senior administration official said the Biden administration was aware that no single action was capable of changing the Chinese government's malicious cyber behavior, and that the focus was on bringing countries together in a unified stance against Beijing. The list of nations condemning China on Monday was "unprecedented," the official said, noting it was the first time Nato itself had specifically done so.

"We've made clear that we'll continue to take actions to protect the American people from malicious cyber activity, no matter who's responsible," the official said. "And we're not ruling out further actions to hold the PRC accountable."

The new indictment said that members of a provincial branch of China's intelligence service in the southern Hainan Province created a front company that described itself as an information security company and directed its employees to hack dozens of victims in the US, Austria, Cambodia and several other countries.

The defendants, three of whom are described as intelligence officers, aren't in US custody. Some cybersecurity experts have said indictments against foreign state-backed hackers often have little impact, because the accused are rarely brought before an American courtroom. U.S. officials have defended the practice, saying it helps convince allied governments, the private sector and others about the scope of the problem.

The group is accused of hacking into dozens of schools, companies, and government agencies around the world, ranging from a research facility in California and Florida focused on virus treatments and vaccines, to a Swiss chemicals company that produces maritime paints, to a Pennsylvania university with a robotics engineering program and the National Institutes of Health, to two Saudi Arabian government ministries. The companies and universities aren't named in the indictment. The hackers allegedly used fake spear-phishing emails and stored stolen data on GitHub, the indictment said. They coordinated with professors at a Chinese university, including to identify and recruit hackers for their campaign, it said. The alleged NIH breach dates to August 2013, the indictment said.

Zoom to buy Five9 for $14.7 billion

Bloomberg
feedback@livemint.com

Zoom Video Communications Inc., whose online conferencing services took off during the covid-19 pandemic, agreed to acquire Five9 Inc. for $14.7 billion, using its surging stock to expand into an adjacent market that could bolster revenue as lockdowns end.

The value of the all-stock offer is $200.18 a share based on the closing price for Zoom's common stock on Friday, compared with Five9's $177.60 price on Friday, the companies said a statement Sunday.

The target firm will become an operating unit of Zoom's after the deal, which is subject to shareholder approval and slated to close in the first half of 2022.

Zoom has been looking for ways to keep growing as workers begin to return to the office and students go back to school. Five9 specializes in contact centres, a market the companies estimate at $24 billion. Together, Zoom and Five9 aim to better compete with the likes of Cisco Systems Inc., RingCentral Inc. and Amazon.com Inc. in letting clients provide customer service via the internet. One beneficiary could be Zoom Phone, a cloud-based calling service.

"With more workflows going digital, organizations are also no longer looking at contact centre interactions with customers in a vacuum," said Carolina Milanesi, president and principal analyst at Creative Strategies.

American duo gets jail time for helping Carlos Ghosn escape

Bloomberg
feedback@livemint.com


Michael Taylor and son Peter smuggled former chairman of Nissan Carlos Ghosn from Japan in a musical-equipment case. REUTERS

The father-son team that smuggled Carlos Ghosn out of Japan in a large musical-equipment case was sentenced to time in prison for their role in helping the former chairman of Nissan Motor Co to flee trial in 2019.

Michael Taylor, 60, the father and a former US Green Beret, received a sentence of two years by the three-judge panel on Monday in a hearing that lasted about 20 minutes. His 28-year-old son, Peter Taylor, was handed a 20-month sentence.

Both pleaded guilty last month to charges of aiding Ghosn's escape to Beirut, a development that was just as shocking as the November 2018 arrest of the auto executive for alleged financial crimes. With Ghosn out of reach—Lebanon doesn't extradite its citizens —the pair has become a proxy for Ghosn and his case. So has Greg Kelly, a former Nissan director who was detained on the same day as his boss and is facing trial in Japan. Ghosn and Kelly have denied allegations of understating the auto executive's compensation.

After spending more than a year in Japan and free on bail, Ghosn made his way to Osaka's airport on 29 December 2019, by bullet train. From there, he was rolled on to a private jet that flew to Istanbul, where he switched planes and made his way to Beirut.

"This case enabled Ghosn, a defendant of a serious crime, to escape overseas," chief judge Hideo Nirei said. Noting that Ghosn has no intention of returning to Japan, he added: "A year and a half has passed, but there is no prospect of the trial being held." The $860,000 (about ₹6.44 crore) in payments the Taylors received from Ghosn, part of which was used to fund the former executive's travel, showed the Taylors' "main motive was compensation," Nirei said.

Prosecutors had recommended a sentence of more than two years for each, while defense lawyers for the Taylors pushed for a suspended sentence. The pair was detained for about 10 months in the US before being extradited. Chief judge Nirei said on Monday that time served in the US was not related to the crime itself and therefore shouldn't be taken into account. Their detention in Japan before sentencing was taken into consideration, he said.

Both Taylors, dressed in somewhat wrinkled dark suits and surrounded by guards, listened to the judge's statements without showing much expression. The pair can file to appeal their sentencing within the next 14 days, Nirei said.

The Taylors have been embroiled in legal battles since helping Ghosn escape. After fighting extradition charges, the pair was brought to Japan in March and placed in solitary confinement in a detention centre as they attended trial at the Tokyo District Court.

The duo apologized to prosecutors and Japan's justice system in a hearing in late June. Helping Ghosn flee was a mistake, they both said. Michael had never denied his involvement in Ghosn's escape, speaking in court about how he organized the operation. Peter's role is less clear.